Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501010

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

The Brahmo Movement in the Context of Neo-Nationalist Social Consciousness
নব জাতীয়তাবাদী সমাজ চেতনায় ব্রাহ্ম আন্দোলন

Prabhanjan Mandal
Teacher
History
Maldah

Received on: 01st March 2026
Accepted on: 22nd March 2026

Abstract:
In the nineteenth century, religious reform movements and social reform movements were inextricably intertwined. Gradually, the Brahmo Samaj movement gained momentum, and its sole architect and driving force was Raja Ram Mohan Roy. The Brahma Samaj movement served as a complete reflection of modern traditionalist ideologies. This religious movement is primarily divided into four phases: its initial emergence, the establishment of its organizational foundation, its transformation into a full-fledged movement, and subsequent internal reforms.

Through the initiative of Ram Mohan Roy, the Brahma Sabha was established in 1828. He struck a decisive blow against the prevailing rituals and superstitions of Hinduism. Ram Mohan Roy took firm steps to promote Western philosophy, education, literature, and culture. After Ram Mohan's death, Debendranath Tagore strengthened the organizational structure of the Brahmo Samaj. However, in addition to upholding Ram Mohan's principles and ideals, he later introduced certain new rituals and practices to the movement. Through the Tattwabodhini Patrika, he exposed contemporary superstitions to the public consciousness. Furthermore, he authored a treatise titled Brahmadharmer Anusthan Paddhati (Rituals of the Brahmo Faith). In 1857, Keshav Chandra Sen joined the Brahma movement. Impressed by his work, Debendranath Tagore bestowed upon him the title of 'Brahmananda'. At one point, when Keshav Chandra Sen proposed the abolition of the sacred thread (Upavita) within the Brahmo Samaj, a rift emerged between him and Debendranath — along with his followers — culminating in Keshav Chandra's expulsion from the group. Ultimately, the Brahma Samaj split into two factions. In 1866, Keshav Chandra Sen established the Bharatvarshiya Brahmo Samaj (Brahma Samaj of India), while the traditionalists formed the Adi Brahma Samaj (Original Brahma Samaj). Through Keshav Chandra's efforts, the 'Three Acts' — which prohibited child marriage and polygamy, and legalized inter-caste and widow remarriage — were enacted in 1872.

In 1875, a fresh rebellion erupted against Keshav Chandra when he arranged the marriage of his fourteen-year-old daughter to the minor Maharaja of Cooch Behar. Eventually, he founded the Navavidhan Brahma Samaj. Nevertheless, by the late nineteenth century, the Brahma Samaj movement had evolved into a Hindu nationalist renaissance movement.

© Santiniketan Sahityapath

Key Words:
The 19th Century, The Brahma Movement, Rammohan Roy, Debendranath Tagore, Keshav Chandra Sen, The Brahma Samaj of India, The Adi Brahmo Samaj, Shivanath Shastri, The Sadharan Brahmo Samaj, Liberal New Consciousness.

মূল প্রবন্ধ

উনিশ শতকে ভারতে ধর্মসংস্কার আন্দোলন ও সমাজ সংস্কার এই দুটি একে অপরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তখন বাংলা ছিল নবজাগরণের স্নায়ুকেন্দ্র এবং নবজাগরণ মূলত ছিল আধুনিক মানসিক ও আদর্শগত এক সংগ্রামের ক্ষেত্র। এই সংগ্রামের মূল দিক ছিল আধুনিকীকরণ। তাই আধুনিকী করণের প্রধানতম প্রতিফলন ঘটে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে। কারণ ধর্মভিত্তিক ভারতীয় সমাজে ধর্মীয় সংস্কার ছাড়া সামাজিক সংস্কার করা সম্ভব ছিল না। উনিশ শতকে ব্রাহ্মসমাজ ছিল বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি। রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ অবধি ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের গতি প্রবাহিত হয়েছিল। প্রসঙ্গাক্রমে বলা যায়, ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলন দুইয়ের মধ্যেই আধুনিক নীতিবোধের আশ্চর্য সমন্বয় হয়েছিল। এই ঐতিহ্যগত ভাবধারার সম্পূর্ণ প্রতিফলন রূপায়িত হয়েছিল ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের মাধ্যমে।

ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের পর্যায় মূলত চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত — ১) আত্মপ্রকাশ পর্ব, ২) সাংগঠনিক ভিত্তি স্থাপন, ৩) ব্রাহ্ম আন্দোলনে রূপান্তর ও ৪) ব্রাহ্ম আন্দোলনের সংকোচন। উদার, চিন্তাশীল ও সংস্কারপ্রয়াসী প্রবক্তাগণ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রী। এঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ধর্মীয় কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক রাজা রামমোহন রায় মূলত ছিলেন গণতন্ত্রবাদী ও মানবতাবাদী। তাঁর আত্মসম্মানবোধ ছিল খুবই প্রবল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনকে 'ভারত পথিক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করেন। হিন্দুধর্ম শুধুমাত্র পৌত্তলিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, তা তিনি যুক্তিযুক্ত তথ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ হিসেবে তিনি একেশ্বরবাদের ধারণা প্রচার করেছেন। "রামমোহন সমীক্ষা" গ্রন্থে দিলীপকুমার বিশ্বাস দেখিয়েছেন যে রামমোহন পাশ্চাত্যের উদার যুক্তিবাদী মতাদর্শ ও ইসলামীয় একেশ্বরবাদী মতাদর্শের সঙ্গে পরিচিত হলেও উপনিষদের একেশ্বরবাদী চিন্তাধারার তাঁর সংস্কারবাদী কার্যকলাপের দিক নির্দেশ করেছিলেন। তাই এই সংস্কারবাদী কার্যকলাপে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

রামমোহন এই ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের প্রচলিত কুসংস্কার ও প্রাচীন রীতিনীতির মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন। আরো এই কাজে তাঁর প্রধান হাতিয়ার ছিল উপনিষদের একেশ্বরবাদীর তত্ত্ব। তবে তিনি হিন্দুধর্ম বিরোধী বিকল্প ধর্ম আন্দোলন হিসেবে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন গড়ে তুলতে চাননি। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মে দীর্ঘকাল ধরে চলা প্রচলিত কুসংস্কার, মূর্তিপূজা, রক্ষণশীলতা ও প্রাচীন পন্থাকে দূর করা এবং পাশ্চাত্য ভাবধারা, যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে রামমোহনের অবদান ছিল যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। তিনি নারীদের মধ্যে পর্দাপ্রথার বিলুপ্তিসাধন, বিধবাবিবাহ আইন সম্মত, উচ্চশিক্ষার প্রচলন এবং সমাজসেবা ও জনসেবামূলক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই আসলে ব্রাহ্মসমাজ কেবলমাত্র একটি ধর্মীয় আন্দোলনই ছিল না, এটি ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচি।

রাজা রামমোহনের মৃত্যুর পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭ — ১৯০৫ খিস্টাব্দ) ব্রাহ্মসমাজের বিবর্তনে এক নব অধ্যায়ের সূচনা করেন। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মসমাজের সংগঠনকে মজবুত করতে চেয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি ব্রাহ্মধর্মের অনুশীলনের জন্য পদ্ধতি, রীতিনীতি প্রবর্তন করেন। তাই তিনি 'তত্ত্ববোধিনী' নামে সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' মাধ্যমে তিনি সমকালীন সামাজিক ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মতামত জ্ঞাপন করেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে কেবল সামাজিক শাস্ত্রীয়

© Santiniketan Sahityapath

অনুশাসনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে ঈশ্বর উপাসনার ভাব জাগানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তিনি এইজন্য ''ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান পদ্ধতি'' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেন, যা মূলত ব্রাহ্মসমাজের মতবাদ ও কর্মসূচির দলিল হিসেবে কাজ করত।

৩

ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন একদিকে উন্নতি এবং অন্যদিকে ক্ষয়িষ্ণু ভাবধারা নিয়ে শেষ চার দশক ধরে তার অধ্যায় রচিত হয়। এই দুই ভাব ধারার মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪ খ্রিঃ) ব্রাহ্ম আন্দোলনে যোগদান করেন ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে। ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি ব্রাহ্মআন্দোলনকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনে পরিণত করেন।

প্রথমত, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে আবির্ভূত হন (১৮৫৭-১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ)

দ্বিতীয়ত, তিনি ব্রাহ্মআন্দোলনে গুণগত ও চরিত্রগত পরিবর্তন সাধন করেন।

তৃতীয়ত, অবশেষে তিনি ব্রাহ্মআন্দোলনে চরমভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েন এবং পরে ব্রাহ্মআন্দোলন থেকে সরে গিয়ে অবতারবাদে আস্থাশীল হয়ে ওঠেন। কিন্তু সমাজের কার্যকলাপ এগোবার সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্কেও তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়।

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনে যোগদান করার পর কেশবচন্দ্র সেন ক্রমেই তাঁর অপূর্ব বাণী, প্রার্থনা আচার, ভক্তিপূর্ণ মনোভাব, যুক্তিবাদী ব্রাহ্মধর্মকে ভক্তিবাদী ও ভাববাদী করে তোলেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভায় প্রভাবিত হয়ে ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি প্রদান করেন এবং ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক ও আচার্য পদে বরণ করেন। পূর্ব বাংলা ছাড়াও তিনি বাংলার বাইরে চেন্নাই, মুম্বাই, ও উত্তর ভারতে ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্থাপন করেন এবং জনমত গঠন করেন। মোট ৫৪টি স্থানে ব্রাহ্মসমাজের শাখা তিনি স্থাপন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ প্রচারের জন্য ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে 'ইন্ডিয়ান মিরর' এবং ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে নারীকল্যাণের বার্তা প্রচারের উদ্দেশ্যে 'বামাবোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় কেশবচন্দ্র সেন কেবলমাত্র ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের ভৌগোলিক ও তাত্ত্বিক পরিধি বৃদ্ধি করেই সন্তুষ্ট থাকেন নি, তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের কর্মসূচি ও চরিত্রের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেন। স্ত্রীশিক্ষা প্রসার, জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা, অস্পৃশ্যতার বিলুপ্তি, বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্রের সংস্কারমুখী প্রচেষ্টা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্য প্রাচীন পন্থীদের মনে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এমনকি কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজে উপবীত ত্যাগের প্রস্তাব দিলে দেবেন্দ্রনাথ-সহ রক্ষণশীল ব্রাহ্মদের মতাদর্শগত বৈষম্য চরমে পৌঁছায় যার ফলে কেশবচন্দ্রকে বহিষ্কার করা হয়। ব্রাহ্মসমাজ দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাচীন পন্থীদের নিয়ে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' পরিচালনা করেন।

৪

আদি ব্রাহ্মসমাজ অনুগামীদের মতে ব্রাহ্মধর্ম হিন্দুধর্ম থেকে কোনো আলাদা ধর্ম নয়। সুতরাং ব্রাহ্মদের উচিত হিন্দুধর্মের নিয়ম নীতি — যা খুবই যুক্তিপূর্ণ নিষ্ঠাভরে পালন করা। অপরদিকে কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ লক্ষ ছিল ব্রাহ্মসমাজকে সর্বজনীন ও জাতি-ধর্মের উর্ধ্বে নিয়ে আসা। এভাবে ভারতীয় ব্রাহ্ম আন্দোলনে কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত কর্মতৎপরতা জাতীয় চেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে Indian Reforms Association কেশবচন্দ্র সেন স্থাপন করেন, একজোটে আন্দোলনকে বাস্তবায়িত করার জন্য। তবে প্রথম দিকের সংগঠকদের দৃষ্টি ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে সংযত ও রক্ষণশীল ছিল। ইংল্যান্ড ভ্রমণ কালে তিনি মেরি কার্পেন্টারের সংস্পর্শে আসেন এবং ভারতীয় সংস্কার সমিতি সংস্কার আন্দোলন পরিচালনার জন্য ৫টি পৃথক কমিটি গঠন করেন। যথা —

ক) সেবামূলক কার্যকলাপ
খ) নারী উন্নয়ন সমিতি
গ) শ্রমিক কল্যাণ
ঘ) দরিদ্র ও খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য সুলভ পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ
ঙ) মদ্যপান নিবারণ

© Santiniketan Sahityapath

১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে 'সুলভ সমাচার' নামে তিনি একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর মাধ্যমে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। একই সময়ে তিনি মহিলাদের জন্য ভিক্টোরিয়া কলেজ এবং শ্রমিকদের জন্য নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে এক নজির সৃষ্টি করেছিলেন। মূলত কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্ম আন্দোলনের চাপে ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে সরকার বিখ্যাত 'তিন আইন' পাশ করেন। এর মাধ্যমে বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয় এবং বিধবা বিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়।

কিন্তু ভক্তিবাদী অনুভূতি ও ব্রাহ্ম বিবাহ আইন— এই দুই কারণে তরুণ ব্রাহ্মদের সঙ্গে কেশবচন্দ্রের তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর ১৪ বছর বয়সী কন্যাকে কোচবিহারের মহারাজার সঙ্গে বিবাহ দিলে তরুণ ব্রাহ্মরা ক্ষুব্ধ হয়ে কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কোচবিহারের বিবাহের ঘটনা ব্রাহ্মসমাজের উজ্জ্বল ইতিহাসকে কালিমালিপ্ত করে দেয়। এছাড়া ইংরেজ প্রীতি, চৈতন্য প্রীতি, খ্রিস্ট প্রীতি, ভক্তিবাদের প্রতি আসক্তি, শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে হিন্দুত্বের প্রতি আসক্তি প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মসমাজের অভ্যন্তরে তরুণ প্রজন্মের ব্রাহ্মদের মধ্যে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

৫

স্বাভাবিক ভাবেই ব্রাহ্মসমাজের তরুণ নেতারা শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে তৎপর হন। অবশেষে ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে ১৫ মে প্রগতিশীল ব্রাহ্মরা শিবনাথ শাস্ত্রীর নেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' গঠন করেন। এই ব্রাহ্মসমাজ ছিল অনেক বেশি সংস্কারপন্থী ও গণতান্ত্রিক। অপরদিকে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেন উদারপন্থী অনুগামীদের নিয়ে তাঁর বিখ্যাত 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' গড়ে তোলেন। উদারপন্থী ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও সেই সময় তাঁর অনুগামী হয়েছিলেন। নববিধান ব্রাহ্মসমাজের মূল লক্ষ ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের আদর্শগত মিলন।

উনিশ শতকের শেষ দিকে ব্রাহ্মসমাজের জীবনী শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসে; পরক্ষণে হিন্দুদের নবজাগরণ পর্ব শক্তিশালী হতে থাকে অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজ নিজের অজান্তে পুনরায় হিন্দুধর্মের মূল স্রোতে মিশে যায়। প্রখ্যাত লেখক দিলীপ কুমারের মতে — "The story of Brahmanism in its last phase, is the story of its progressive absorption within the older religion from which it had sprung." বস্তুতপক্ষে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলন শহরের শিক্ষিত অল্প সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই আন্দোলন বিস্তার লাভ করতে পারেনি।

ব্রাহ্মসমাজের যাঁরা অনুগামী ছিলেন তাঁদের জীবনচর্চা রীতি-নীতি ও যুক্তিতর্ক সাধারণ মানুষ সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। তাঁদের যুক্তিযুক্ত উদারনৈতিক ভাবধারা জনমানসে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি। অধিকাংশ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জনগণ উদারতার প্রভাব ও যুক্তি নিষ্ঠ মনোভাবকে সমালোচনা ও আলোচনার একটি তীক্ষ্ণ মাধ্যম হিসেবে দেখতেন। তাই ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন হিসেবে ব্রাহ্মসমাজের আন্দোলন ঐতিহাসিক দিক থেকে নিজস্ব প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে। তাছাড়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে তোলেন। তখন ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অপেক্ষা জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি জনমানসে ক্রমান্বয়ে গ্রাম্য সমাজে বিশাল প্রভাব ফেলতে শুরু করে। উদারনীতিবাদ ও জাতীয়তাবাদ চিন্তাধারা ব্রাহ্মসমাজের নেতারাই সচেষ্টভাবে প্রচার করতে থাকে। আনন্দমোহন বসু ও কৃষ্ণকুমার মিত্রের মতো নেতারা জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন যদিও ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন গ্রামকেন্দ্রিক বা প্রান্তিক জনমানসে পৌঁছাতে পারেনি।

৬

ব্রাহ্মআন্দোলনের মাধ্যমে বহু ব্রাহ্মসমাজের নেতারা প্রান্তিক সাধারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের দুঃখ দুর্দশা-বৈষম্যের বিষয়গুলি জনসমক্ষে তুলে ধরেন। "ভারত শ্রমজীবী পত্রিকা" প্রকাশ করে ব্রাহ্মনেতা শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে সচেতনতা সঞ্চালনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের কথা তুলে ধরেন রামকুমার বিদ্যারত্ন তাঁর 'কুলি কাহিনী' গ্রন্থে। বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ রাজনীতিবিদ্ সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীরা ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে সমাজে নতুন দিশা প্রদান করেছিলেন। যদিও রাতারাতি ব্রাহ্ম আন্দোলন সর্বত্র বিস্তার লাভ করতে পারেনি তবুও এই আন্দোলনের প্রভাবে মানুষ যুক্তিবাদী মন দিয়ে সবকিছু বিচার করতে শুরু করে।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন, "কেশবচন্দ্র সেন পরিচালিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনই হলো প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন।" কারণ তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলনের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছিলেন। প্রথম তিনি 'Pan-Asianism'এর কথা

প্রচার করেন। ব্রাহ্ম আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি দেশে দেশে ভ্রমণ করেন। তিনি সংবাদপত্র বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশে প্রচার কার্য চালান। বলা যায় যে, রাজনীতিতে সরাসরি যুক্ত না হয়েও তিনি সারা ভারত ভ্রমণ, সুলভে সংবাদপত্র প্রকাশ, 'Pan-Asianism' এই সমস্ত চিন্তাধারার মাধ্যমে সারা দেশের জাতীয়তাবাদী চেতনা গড়ে তোলেন। তিনি তাঁর চিন্তাধারার মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কার আন্দোলনকে আরো গতিশীল করে তুলেছিলেন।

৭

ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। এই মেলা স্বদেশি ভাবধারা দ্বারা পরিচালিত হতো। এখানে কুটির শিল্প, স্বদেশি গান, কবিতা পরিবেশিত হতো। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলায় প্রথম কবিতা পাঠ করেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা, জাতীয় ঐক্য, মানুষের মর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির গণতন্ত্রীকরণের ব্যাপারেও ব্রাহ্মসমাজ জনগণের মনে নয়া চেতনার উন্মেষ ঘটায়। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা দর্শন, চারিত্রিক মানবতাবাদ প্রভৃতি শিক্ষা প্রসারে ব্রাহ্ম সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

কুসংস্কার আচ্ছন্ন রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী হিন্দু সমাজকে ব্রাহ্মসমাজই প্রথম মোক্ষম আঘাত হানে। অসবর্ণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন, নারী স্বাধীনতা ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রদ, মূর্তিপূজার বিরুদ্ধতা, মদ্যপান নিবারণ, পর্দা প্রথা রদ ও নারী প্রগতি প্রভৃতি কার্যে ব্রাহ্মসমাজের অভাবনীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দেখা যায়। ব্রাহ্মসমাজের প্রচেষ্টায় বিখ্যাত 'তিন-আইন' বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ এবং অসবর্ণ বিবাহ আইনসিদ্ধ হয় । তাঁদের আন্দোলনের ফলে সমাজ থেকে বহু কুসংস্কার ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হতে থাকে।

অনেকেই মনে করেন ব্রাহ্ম সমাজ ও লোকায়ত ঐতিহ্য ব্রাহ্ম আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মনে করা যায়। ব্রাহ্মসমাজ যেমন নব-হিন্দু ধারার সাথে একীভূত হয়েছিল ঠিক তেমনি নব্য-হিন্দু আন্দোলনেও ব্রাহ্মসমাজের অবদান অনস্বীকার্য। 'Hindu Revivalism' গ্রন্থে অমিয়প্রসাদ সেন দেখিয়েছেন যে ১৮৭০এর দশকে যেমন নব্য-হিন্দু আন্দোলনের দ্বারা ব্রাহ্মসমাজের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় ঠিক তেমনি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা নব্য-হিন্দু আদর্শ ও মতাদর্শ পরিচালিত হয়। প্রসঙ্গাক্রমে বলা যায় যে প্রাচীন রক্ষণশীল হিন্দু চিন্তাবিদ কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মদ্যপান নিবারণ এবং তরুণ প্রজন্মকে নৈতিকতায় উদ্বুদ্ধ করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। চূড়ান্তরূপে বলা যায় যে যদি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রাহ্মসমাজ তার নিজস্ব আঞ্চলিক শাখা স্থাপন না করত তাহলে ১৮৭০ ও ১৮৮০এর দশকে বাংলার বিভিন্ন স্থানে হরি সভা ও সনাতন ধর্ম সভার বিস্তার ঘটতো না।

৮

ব্রাহ্মধর্মকে কেবলই মেধাভিত্তিক আধ্যাত্মিক মুক্তির উপায় বলে মনে করা হতো। তবে ব্রাহ্মআন্দোলন সামাজিক ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রসার ঘটিয়ে শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক চেতনায় রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। তাই আপাত দৃষ্টিতে ব্রাহ্মসমাজ ক্ষীয়মাণ হয়ে গেলেও তা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকাশে, বাংলার মনন ও মনীষীদের যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছিল। রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রমুখ ব্যক্তিরা ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার ও ধর্ম সংস্কারের নেতৃত্ব দিলেও আসলে তা জাতীয়তাবাদী উদারনৈতিক নবচেতনার ভাবধারা বাংলা তথা ভারতবর্ষের জনমানসে ক্রমান্বয়ে প্রসারিত করতে তাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। 'আধুনিক ভারত (১ম খণ্ড, ১৮৫৮ - ১৯২০)', প্রণবকুমার চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ৬এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার, কলকাতা ৭০০০১৩

২। 'আধুনিক ভারতের রূপান্তর — রাজ থেকে স্বরাজ (১৮৫৮ - ১৯৪৭)', সমরকুমার মল্লিক, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলেজ রোড, কলকাতা ৭০০০০৯

৩। 'স্বদেশ সভ্যতা ও বিশ্ব', জীবন মুখোপাধ্যায়, শ্রীধর পাবলিশার্স, ২০৯বি বিধান সরণি, কলকাতা ৭০০০০৬

—

© Santiniketan Sahityapath